অঞ্জন চক্রবর্তী

নীল আকাশ ও নিঃসঙ্গ স্বর্ণকমল

তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। ফিরি ট্রেনে। তিন পিরিয়ড শেষে এক মন কেমন করা শেষ দুপুরে দাঁড়িয়ে আছি একদম দরজার সামনে। ছুটে চলেছে চারপাশের জগৎ। কোনো কোনো জায়গায় চোখ পড়ছে, কোথাওবা ছড়িয়ে যাচ্ছে একটু। হঠাৎ চোখে পড়ল এক শালিক, একা শালিক। মাথার ভেতর হঠাৎ বেজে উঠল একটা আশ্চর্য ভাবনা — একাকিনী শালিকবনিতা! কী আশ্চর্য! এমনভাবে তো দেখিনি আগে। আসলে এমনটিই লিখেছেন তারাপদ রায়, কিছুদিন আগে পুজা সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাটি তখন মাথায় চড়ে বসেছে ঃ

> কুয়োর ধারে কামরাঙা গাছের নিচে একাকিনী শালিকবনিতা, রেলগাড়ির পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে চোখ ভরে দেখা বিশাল দীঘির জলে নীল আকাশ ও নিঃসঙ্গ স্বর্ণকমল।

এই পেলব নিসর্গচিত্রটির ঠিক পরেই আসবে এমন দুটি লাইন যাদের হয়তো এরপরে আশা করি না আমরা। আমরা মানে কবিতার গতানুগতিক পাঠক, যারা কবিতা যে একটা ম্যাজিক সেটা মনে রাখতে পারি না ঃ

পুলিশ ব্যারাকের দেয়ালে আলকাতরার অক্ষরে গোটা-গোটা লেখা তুমি আমার চীনের চেয়ারম্যান আমার চেয়ারম্যান।

এ তো রাজনীতির কথা! সশস্ত্র বিপ্লবের কথা! হ্যাঁ, অপরূপ নিসর্গচিত্রের পরেই আসতে পারে এরা। এই আলকাতরার অক্ষরের আড়ালে রয়ে গেছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যুগল মূর্তি ঃ

> তুমি আমার সত্তরের দশক, মুক্তির দশক —
> তুমি আমার অসম্পূর্ণ ভালোবাসা, শেষ না হওয়া কবিতা।

আসলে বিপ্লব, প্রেম সবই শেষ না হওয়া কবিতা। গ্রীসিয়ান আর্নের প্রেমিকের মতো জীবন এদের পিছনেই ছুটে চলে। সুরগুলি চরণ পায়, কিন্তু 'তোমাকে' পাওয়া যায় না। তারাপদ সেই শাশ্বত ব্যঞ্জনাই আনলেন তাঁর 'শেষ না হওয়া কবিতা'য়। এবং বুঝিয়ে দিলেন কোনো সত্যিকারের কবিতা কখনো শেষ হয় না।

এর কিছুদিন পর একটা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে ফেললাম। কিছু পাবার থেকে ভাল লাগা, প্রচণ্ড ভাল লাগা একটা কবিতাকে সবার সামনে বলার সুখটাই পেয়ে বসেছিল আমাকে ঃ

> একটা জীবন বাক্স মাথায় ভুল শহরে
> ভুল ঠিকানায় ঘুরে ঘুরে,
> একটা জন্ম এমনি এমনি কেটে গেলো,
> একটা জীবন দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে।

(তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলাই হলো না)

কবিতার নাম 'সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকলিপি'। সেই অপূর্ণতার কথা। অতৃপ্তির কথা ফিরে এলো আবার। আধোখানি কথা সাঙ্গ হতে না হতেই পেরিয়ে যায় আয়ুর সিংহভাগ। সেই না বলা কথায় 'তোমাকে' চাইবার বুক তার ব্যথা উগরে দেয় গানে, কবিতায়, ছবিতে। এইভাবে সমাজ-সংসারের সমান্তরালে চলতে থাকে আরেকটি রেখা যা আঁকতে পারেন কবিই।

অথচ তারাপদ জীবনবিমুখ নন। স্ত্রী-পুত্র, ভাই এবং একাধিক নিম্নবংশজাত সারমেয় নিয়ে আমার সামান্য সংসার — এমন সত্যিকথাই তো লেখেন তিনি দে'জ প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায়। মিনতি রায়ের মাথার কাছে আমার মাথা সমস্ত রাত — বাংলা কবিতায় নিজের শোবার ঘরের কথা এমন অনাবিলভাবে কেই বা পারলেন বলতে। কর্মসূত্রে ধুলোপায়ে গ্রামের কৃষকের সামনে দাঁড়াতে হত তাঁকে আর তাঁর মাথায় হিসহিসিয়ে উঠত আত্মবিদ্রুপ — তুমি জানো না, তুমি দুঃখে আছো তাই আমার পদোন্নতি হচ্ছে (প্রিয় চাষী ভাই)। লোকায়ত থেকেও এই সমান্তরাল ঊর্ধ্বগামিতা তাঁকে প্রকৃত কবি করে তুলেছে।

বন্ধু সুনীলের সঙ্গে বিখ্যাত তরজায় শক্তি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন — তারাপদর মতো ওরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করে আমি কবিতা লিখতে পারব না। শক্তির শক্তিময়তার তুলনা নেই। কিন্তু ইয়ার্কিই এমনভাবে কে করতে পারলেন? ঃ

অন্নশূলে তুমি বড় কাহিল হয়েছো, কিন্তু তবু
অলোকরঞ্জন যাকে 'সুশীর্ণ' বলেন এতদিনে
তুমি তাই, তুমি তাই, আমার পরাণ যাহা চায়
সহজ বহন যোগ্য

(এতদিনে)

'১০০১' কবিতায় একটা অদ্ভুত প্রসঙ্গ পেড়েছিলেন তারাপদ ঃ

'নিয়তির পরিহাস ও বন্ধুত্বের পরিণাম' এইরকম লম্বা নামের একটা কবিতা অনেকদিন হলো ছকে রেখেছি। কিন্তু সেটা লেখা হয়ে ওঠেনি। চক্ষুলজ্জার বয়েস আর নেই, সময়ও নেই, এবার কবিতাটা লিখে ফেলতে হবে।

আমরা চালাকচতুর লোকেরা খানিকটা যেন বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। কিন্তু এ নিয়ে পড়ে থাকা তারাপদর পোষায় না ঃ

এর পরেও হাতে থাকছে অন্তত নশোনব্বুইটা কবিতা। সে সমস্তই তোমাকে নিয়ে। নিতান্ত তোমাকে নিয়ে। শুধুই তোমাকে নিয়ে লিখে যেতে হবে। লিখতে লিখতে লিখতে আমি থুরথুরে বুড়ো হয়ে যাবো, হাতের কলম কাঁপবে, কাগজে কালি ছলকিয়ে পড়বে, লিখতে লিখতে লিখতে কবজি অচল হয়ে যাবে।

তুমি কি আমাকে ছাড়বে, ছেড়ে দেবে? তোমার ঐ নশোনব্বুইটা কবিতা শেষ করার আগে।

তারাপদর সঙ্গে আমার আলাপ অনেক ছোটবেলায়। ডোডো-তাতাই পড়তে পড়তে। আপন সখার মতোই ডাক দিতেন তিনি — তখন কে তুমি তা কে জানতো! দুটি শিশুকে ছদ্মগাম্ভীর্যে বাবু করে তোলার পিছনে আসলে কাজ করতো তাঁর চিরশিশুত্ব। তিনি তাই ডোডোবাবু, তাতাইবাবুর বন্ধু তারাপদবাবু, কোথায় যান নিজেরই খেয়াল থাকে না ঃ

জলে তেমন কোন ঢেউ নেই
গোলমেলে হাঙরের পর্যন্ত দেখা নেই
এ কেমন মাঠের মতো শান্ত, অসহায়
যেন নীলখামের গালিচায়
নৌকা না আরাম কেদারা?
কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু?
(কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু)

কবিতাটা পড়তে পড়তে কেন জানিনা 'শান্ত, অসহায়' এক শিশুর কথা মনে হয় যাকে প্যারাম্বুলেটারে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে মহাকাল। আদরের ছলে আশেপাশে মানুষ যেন ডাকছে — কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু?

Shelley-কে নিয়ে Browning একটা অসামান্য কবিতা লিখেছিলেন, যার নাম 'Memorablia'। ওই কবিতার প্রথম লাইন (Ay, did you see Shelley plain?) কে মাথায় রেখে তারাপদ লিখেছিলেন — সত্যি আপনি বিভূতিভূষণকে মুখোমুখি দেখেছিলেন? (শতবার্ষিকীর ছায়াপদ্য)। এই কুনো কলমচি তারাপদকে মুখোমুখি দেখেনি। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের ঈর্ষা করে যে। এমন এক ম্যাজিশিয়ানকে মুখোমুখি দেখা পরম সৌভাগ্য যিনি কবিতাকে থামাতে পারেন না। ভাবি, নীল দিগন্তে ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছেন তিনি, দিঘির জলে ফুটছেন নিঃসঙ্গ স্বর্ণকমল হয়ে। একাধারে তিনি যে আকাশ, নীড় দুই ঃ

আমার প্রিয় কবি এখন নীল দিগন্তে,
নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক,
যেখানে সারাবছর অপরাজিতা
নীলফুলে মৌমাছির ডানায় শুধুই কবিতা।
(নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক)